চুয়াডাঙ্গায় তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসীর মানবন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির ট্রেণিং সেন্টার নির্মাণের জন্য তিন ফসলী জমি অধিগ্রহণ করার প্রতিবাদে গ্রামবাসী মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে।

শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদরের হায়দার পুর ও জাফরপুরের তিন ফসলি জমির মাঠের মধ্যে এই মানববন্ধন করে গ্রামবাসী।

চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দুরে ঝিনাইদহ সড়কে ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর। ওখানে বিজিবি ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৬ বিজিবি। তবে কৃষকদের দাবী, জাফরপুর ও হায়দারপুরের ৩৮ ও ৩৯ নং মৌজার যে জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে তা তিন ফসলি জমি। তাঁরা এ জমি অধিগ্রহণের জন্য দিতে রাজি নয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন কৃষক রজব আলী, রবিউল, সেহেল, আক্কাসসহ অনেকে। তারা বলেন, এ গ্রামের মানুষেরা চাষাবাদ ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এ এলাকায় ধান, ভুট্টা, পান, ডাল ফসল, আলু, কপি এবং খেজুর গাছের রস উৎপাদন হয়। এখানে ট্রেনিং সেন্টার করার জন্য বসত বাড়ীসহ প্রায় ৩০০ বিঘা জমি অধিগ্রহন করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আমাদের এ জমিতে ১৪ মাসে ৪টি ফসল উৎপাদন হয়। বিভিন্ন সময়ে আমাদের এই দুই গ্রাম থেকে স্টেডিয়াম করার জন্য ৫০ বিঘা, বিজিবি ক্যাম্প করার সময় সাড়ে ৩শ বিঘা, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ করার জন্য ১৫ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ সময় গ্রামবাসী আরও বলেন যদি অধিগ্রহণ নামা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত তারা তাদের মানববন্ধন চালিয়ে যাবে।

জীবননগরের হাসাদাহ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার হাসাদাহ-মহেশপুর সড়কে অবস্থিত প্রেসক্লাবে সবার সম্মতিতে৯ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমান সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান শ্যামল।

এছাড়াও সহ-সভাপতি শামসুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক বিপলু রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন,দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, প্রচার সম্পাদক লিমন হুসাইন, নির্বাহী সদস্য মনিরুজ্জামান রিপন, রাশেদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, মুসলিমা প্রধান সুমী, আজিজুর রহমান, আব্বাছউদ্দীন,এম আই আতিয়ার, তাহসানুর রহমান শাজাহান, মসলেমউদ্দীন, শামীম আহম্মেদ, শাহাবদ্দীন খান, আব্দুস সবুর, নওয়াজ শরীফ পিয়াস, ইসরাইল হুসাইন, আলাউদ্দীন, রায়হানউদ্দীন খোকন, এস এম মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক। এ নতুন কমিটি ২ বছরের জন্য অনুমোদন করা হয়।

দুই ডোজ টিকা নিয়েও আলমডাঙ্গার ইউএনও করোনা আক্রান্ত

দুই ডোজ টিকা গ্রহণ করার পরও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নুর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বুধবার রাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেওয়া নমুনা পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বুধবার ইউএনও রনি আলম নুর শরীরে অসুস্থতা দেখা দেয়।

পরে রাতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনি নমুনা দেন এবং র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট রিপোর্টে তার করোনা পজিটিভ আসে। একই সাথে গাড়ির ড্রাইভারসহ দুই বডিগার্ডের করোনা পরিক্ষা নেগেটিভ আসে।

এ ব্যাপারে ইউএনও রনি আলম নুর মুঠোফোনে বলেন, তিনি বাসায় আইসোলেশনে রয়েছেন। তার শরীর অনেকটা ভালো আছে। তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন

চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ফেন্সিডিল, গাঁজাসহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার, আটক ১

বিজিবির অভিযান

চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার সীমন্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান ও মাদক বিরোধী পৃথক অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ৯৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৬ কেজি গাঁজা, ৩৫ কেজি চুল, একটি মোটরসাইকেল, ১টি মোবাইল ও ২টি সিম কার্ড উদ্ধার করেছে বিজিবি সদস্যরা।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ২২ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত এসকল সামগ্রী উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনস্থ বারাদী, সুলতানপুর, মুন্সিপুর এবং হুদাপাড়া বিওপি ক্যাম্প।

বিজিবির অভিযান

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিবিজিএম, পিএসসি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শনিবার দুপুরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অভিযানে দামুড়হুদা থানার মুন্সিপুর গ্রামের মৃত রতন শেখের ছেলে মো: রশিদ (৫০)কে আটক করা হয়। এছাড়া উদ্ধারকৃত সামগ্রীর সিজার মূল্য ৫,৩২,৬০০/- (পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা বলে জানানো হয়েছে।

এছাড়া আটককৃত মালিকসহ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানী মালামাল দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ পদক পাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা’র পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদেরকে প্রতিবছর অসীম বিরত্ব ও সাহসীকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রদান করা হয়। প্রতিবছর পুলিশ সপ্তাহের বার্ষিক পুলিশ প্যারেডে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এই পদক পরিয়ে দেন। যারা এই পদকে ভূষিত হন তাদের নামের শেষে বিপিএম উপাধি যুক্ত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম এ বছর পুলিশ সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙখলা মূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদক বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) পদকে ভূষিত হচ্ছেন।

আগামী ২৩. জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে (ভার্চুয়ালি) এ পদক প্রদান করবেন। পুলিশ সপ্তাহে মোট চারটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার

দেয়া হয়- বিপিএম সাহসিকতা, বিপিএম সেবা, পিপিএম সাহসিকতা, পিপিএম সেবা। এ বছর পুলিশ সপ্তাহে ২০২০ সালে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৫জন বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম), ২৫জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম) পদক এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মামলার রহস্য উদঘাটন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও শৃঙখলা মূলক আচারণের মাধ্যমে প্রশংসনীয় অবদানের জন্য ২৫জনকে বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম-সেবা) এবং ৫০জনকে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম)-সেবা প্রদান করা হয়।

দর্শনায় ইয়াবাসহ শান্তিপাড়ার সাগর গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাগর হোসেন (২১) নামের এক যুবককে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকাল সোয়া ৬ টার দিকে তাকে দর্শনা থানাধীন মোবারকপাড়ার গোরস্থান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে এনামুলের মুরগীর ফার্মের সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে ট্যাবলেট সহ তাকে গ্রেফতার করে। সে দর্শনা থানাধীন শান্তিপাড়ার মৃত আব্দুল কুদ্দুস ও শাহানা বেগমের ছেলে।
দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে এস আই নাজিম উদ্দীন ও এ এস আই মারুফুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় দর্শনা মোবারকপাড়ায়। তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার রেলস্টেশনের টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া

আলমডাঙ্গার রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট কালোবাজারিদের কাছে জিম্মি সাধারণ মানুষ। ঢাকা কিংবা খুলনায় যেতে হলে পড়তে হচ্ছে

ভোগান্তিতে। অধিক টাকা দিলে স্টেশনের কাউন্টারের টিকিট মিলছে স্টেশনের নিচে চা, ছেলুন ও হোটেলে। এছাড়াও জাল টিকিট ক্রয় করে অনেকে জরিমানার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেল স্টেশনে টিকিট সিন্ডিকেট বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আগে থেকেই স্টেশনের কাউন্টার থেকে নামে-বেনামে টিকিট কেটে যাত্রীদের কাছে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এমন কর্মকান্ড চলে আসলেও বিষয়টি দেখার কেউ নেই। টিকিট সিন্ডিকেটের কারণে প্রতি নিয়ত যাত্রীদের গুনতে হয় অতিরিক্ত টাকা।

গত বৃহস্পতিবার কামালপুরের ডাবলু রহমানের ছেলে হাসান রাতের সন্দরবন ট্রেনে ঢাকায় যাবার জন্য স্টেশনে টিকিট কিনতে যায়। স্টেশনের কাউন্টারে টিকিট না পেয়ে সে নীচে চায়ের দোকানদার ইদবার আলীর কাছ থেকে ৩শ’ ৭৫ টাকার টিকিট ৮শ’ টাকা দিয়ে ক্রয় করে।

রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে ট্রেন ছেড়ে যায়। ট্রেন উল্লাপাড়া স্টেশনে পৌছালে ট্রেনের চেকার টিকিট চেক করতে এসে হাসানের কাছে থাকা জাল টিকিট শনাক্ত করেন। পরে জরিমানাসহ খুলনা থেকে টিকিটের মূল্য পরিশোধ করে হাসান। ফিরে এসে বিষয়টি এলাকার যুবকদের জানালে তারা চা দোকানি টিকিট সিন্ডিকেটের সদস্য ইদবারকে ধরে। পরে স্টেশনে এক সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে জরিমানাসহ টিকিটের টাকা ফেরত দিয়ে বিষয়টি মিটমাট করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রায় ৩-৪মাস আগেই একই ভাবে জাল টিকিট বিক্রি করে ইদবার আলী এমন কান্ড ঘটিয়েছিল। ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন স্টেশন এলাকার ইদবার আলী, বিপুল, খাইরুল, ফ্লাক্সিলোড ব্যবসায়ী শাহিনসহ অনেকেই টিকিট সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত।

তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন উপজেলাবাসী।

চুয়াডাঙ্গায় ফ্রি ফায়ার গেম খেলাকে কেন্দ্র করে কিশোরকে কুপিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় মোবাইলে ফ্রী ফায়ার খেলাকে কেন্দ্র করে জিসান আহমেদ (১৭) নামে এক কিশোরকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষ। আহত কিশোরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

শুক্রবার (২১ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে পৌর এলাকার ছাগল উন্নয়ন খামারের নিকট এঘটনা ঘটে। জিসান আহমেদ চুয়াডাঙ্গা শহরের পৌর কলেজপাড়ার জালাল উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার বিকেলে জিসানসহ কয়েকজন কিশোর মোবাইলে ফ্রী-ফায়ার (গেমস) খেলছিল। এ সময় তাদের মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে জিসানের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। পরে সেখান থেকে তারা চলে যায়। এর কিছুক্ষন পর ছাগল উন্নয়ন খামার সংলগ্ম জিসানকে একা পেয়ে কিশোর ইকবল ও বিপ্লব ধারালো অস্ত্র দিয়ে জিসানের মাথায় কোপ দিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় জিসানকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেই।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া শারমিন বলেন, কিশোর জিসানের অবস্থা শঙ্কামুক্ত। তার মাথায়া ধারালো অস্ত্রের আঘাতের জখম হয়েছে। ক্ষতস্থানে ৫-৭ টা সেলাই দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরামর্শ দেয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসিন জনবাণীকে বলেন, মোবাইলে গেমস খেলাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধে বিরোধ হয়। এতে কিশোরকে কুপিয়েছে বলে জেনেছি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

দর্শনায় “যুব সাহায্য সংস্থা ব্যাচ-৮৭”র কফি হাউজের উদ্বোধন

সংস্থার উপার্জিত অর্থে দর্শনা তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার দুস্থ, গরীব অসহায় মানুষের সাহায্যে ফ্যান্ড তৈরীর লক্ষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চত্বরের জীবননগর সিএনজি ষ্ট্যান্ডের নিকট দর্শনা “যুব সাহায্য সংস্থা ব্যাচ-৮৭” এর উদ্দ্যোগে কফি হাউজ ও কনফেকশনারী স্টোরের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টায় দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উদ্বোধন করা হয়।

দর্শনা “যুব সাহায্য সংস্থা ব্যাচ-৮৭”র সংগঠনের সহ-সভাপতি আব্দুর রশিদের সভাপতিত্বে আলোচনা করেন, সংগঠনের সাধারন সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুচ আলী, সহ-সাধারন সম্পাদক বজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান, আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক মোতাহার হোসেন জোয়ার্দার, অর্থ-সম্পাদক হাজী মোস্তফা জামান লাভলু, প্রচার সম্পাদক হারুন উজ্জামান।

এসময় বক্তারা বলেন, দর্শনা “যুব সাহায্য সংস্থা ব্যাচ-৮৭” কোভিড-১৮ করোনা ভাইরাসের সময় করোনা রোগীদের কাছ থেকে সেবা প্রদানের বদলে ভয়ে দূরে সরে গেছে আপনজন সহ অনেকে। কিন্তু এ সংস্থা মানুষের বিপদে খুব কাছে থেকে করোনা রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে সেবা প্রদান করেছে। নিজের জন্য নয় জীবনের বাকি দিনগুলো সমাজ ও মানুষের সেবা করে যেতে চাই। এছাড়া এ ব্যাচের অসচ্ছল বন্ধু-বান্ধব সহ ৮৭ ব্যাচের সকল অসচ্ছল বন্ধুদের সহযোগীতা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীতে সেলাই মেশিন বিতরনের পাশাপাশি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।
এ কফি হাউজ ও কনফেকশনারী স্টোর হতে উপার্জিত অর্থ সংস্থার ফান্ডের তহবিলে জমা হবে। যার মাধ্যে দর্শনা তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার দুস্থ, গরীব অসহায় মানুষের সাহায্যে-সহযোগীতায় খরচ করা হবে। আর এ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান সার্বিক তত্বাবধায়নে থাকবে দর্শনা “যুব সাহায্য সংস্থা ব্যাচ-৮৭” সংগঠন।নদর্শনা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাও. ওসমান আলী দোয়া পরিচালনার মধ্যদিয়ে

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করা হয়

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৪৪০ তম পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচ টার সময় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদে ১৪৪০তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন মোঃ আলাউদ্দীন, অশোক দক্ত,সুমন ইকবাল,আনছার আলী,নটরাজ হারুন, হুমায়ুন কবীর,জুবায়ের হাসান, ইব্রাহিম খলিল,এম এ মামুন,ডা.তোফাজ্জল হোসেন,সুমন মালিক ও কবি নজমুল হেলাল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের অর্থ সম্পাদক আনছার আলী। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন মোঃ আলাউদ্দীন, আনছার আলী, ইব্রাহিম খলিল ও এম এ মামুন। চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।